দৈনিক জনকণ্ঠ

6

তারিখ ... OCT 1 0 1999...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জিএসএস পরিচালিত বিভিন্ন স্কুলের সাড়ে তিন লাখ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অনিশ্চিত শিক্ষাজীবন সচল করার দাবিতে রাজধানীতে মিছিল —জনকণ্ঠ

আনন্দ নিকেতনের তিন লাখ শিক্ষার্থীর দিন এখন নিরানন্দে কাটছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আনন্দ নিকেতনের তিন লাখ শিক্ষার্থীর দিন এখন নিরানন্দে কাটছে। কোমল, কচি মুখগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কতটা কষ্ট ধারণ করছে ওরা নিষ্পাপ বুকে। সোহেল, তানিয়ার কথায় ফুটে ওঠে এই কষ্টের কথা। স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কায় ওরা উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। ওরা বলে, 'আমরা দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। আমাদের লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। জিএসএস স্কুল করার পর সেই স্কুলে আমরা লেখাপড়া করছি। আমাদের স্কুলে খুব ভাল লেখাপড়া হয়। জিএসএস-এর স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের বড় হবার স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে।'

এসব শিশু শনিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিশাল সমাবেশ করেছে। সমাবেশের আগে সকাল ১১টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে প্রেসক্লাব হয়ে শহীদ মিনারে আসে। সমাবেশে শিশুরা বক্তৃতা করে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠ করে, দাতা, সরকার ও নাগরিকদের উদ্দেশে আবেদন জানায়। শিশুদের এই সমাবেশে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত হয়ে ও বার্তা পাঠিয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়া স্মারকলিপিতে শিশুরা

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

আনন্দ নিকেতনের (১২-এর পাতার পর)

বলে, "আমাদের স্কুল এখন আর আগের মতো চলছে না। নতুন বই, খাতা, পেন্সিল আসে না। আমাদের মা-বাবা এবং স্কুলের আপারা বলেন, আমাদের স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ সরকার ও দাতা দেশ অনুমতি দিচ্ছে না, টাকা দিচ্ছে না। ফলে জিএসএস-এর পক্ষে স্কুল চালানো সম্ভব হবে না। জিএসএস-এর ৭৫০টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের মতো গরিব প্রায় ৩ লাখ শিশুর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা গরিব থেকে যাব। জিএসএস বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যাবে। দাতা দেশরা বলেছিল, জিএসএসকে টাকা দেবে। আপনি দাতাদের বলে দিন, তারা যেন কথা রাখে। এনজিও ব্যুরোকে বলে দিন, তারা যেন অসুবিধা সৃষ্টি না করে। সমাজকল্যাণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের আদেশ তুলে নেয়, আপনার কাছে আমাদের আবেদন আমাদের স্কুলগুলো যাতে ঠিক মতো চলে তার ব্যবস্থা করে দিন।" শিশুদের সমাবেশে সহমর্মিতা জানাতে আসেন কলিম শরাফী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, সন্তোষ গুপ্ত, আসাদুজ্জামান নূর, সেলিম সামাদ প্রমুখ। লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছেন ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ হালিমা খাতুন, সেলিনা হোসেন, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী প্রমুখ। সমাবেশের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাহায্য সংস্থা পরিচালিত আনন্দ নিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র টুটুল। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে দেয়া স্মারকলিপি পাঠ করে তানিয়া, সরকার ও দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন পাঠ করে সোহেল। জিএসএস-এর সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তৃতা করেন সংস্থার কর্মী মুস্তাফা পান্না। সমাবেশ শেষে সোহেল ও তানিয়া প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়ে স্মারকলিপি দেয়।